৫। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি শম্ভু মিত্র অনেকদিন ধরে লিখেছেন স্বাধীন একটি দেশের ক্ষয়ের ইতিবৃত্তকে ধরতে। তাই চাঁদ বলেন, "মনসা এখন সর্বত্র"। ব্যাখ্যা করো।

অথবা

৬। 'মন্দবাসা', 'ভয় বাসা', 'আদর বাসা'-এমন অনেক শব্দসৃজনের পাশাপাশি গোটা 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটির সংলাপে এক গদ্যকাব্যের স্পন্দন চলে আসে। আবার রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের বাক্-প্রতিমাও বারবার ঘুরে আসে এই রচনায়।—মন্তব্যটির সমীচীনতা কোথায় বুঝিয়ে দাও।

৭। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে একাধিকবার ওঠে 'সধবার একাদশী'র কথা। এর উদ্দেশ্য ঠিক কী বলে তোমার মনে হয়? এ কি কিছুটা খাপছাড়া? 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মূল সমস্যার সঙ্গে তার আসলে তেমন কোনো যোগ নেই? এবিষয়ে তোমার ভাবনা জানাও।

অথবা

৮। ভারত-ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী পাঠকে তার মাথার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় 'টিনের তলোয়ার' নাটক। মন্তব্যটি বিচার করে এ বিষয়ে তোমার মত প্রতিষ্ঠা করো।

কলা স্নাতকোত্তর অন্ত্য সেমেস্টার পরীক্ষা, ২০২৩

(দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমেস্টার)

বাংলা

কোর্স : পি.জি. ৩.৩

বাংলা নাটক

সময় : দু ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নগুলি সমমানের। ১০x৩=৩০

১। 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ কি শাপভ্রষ্ট শয়তান? বাংলা সাহিত্যে নিমচাঁদের মতো চরিত্রের আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়। এ বিষয়ে নিজের মত বুঝিয়ে লেখো।

অথবা

২। 'অলীকবাবু' প্রহসনের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর কেন্দ্রীয় শক্তি রাজা যদি হয় নেতিবাচক বা অধ্রুব শক্তি, তাহলে রঞ্জনকে বলা যায় রাজার বিপরীতে নাটকের ইতিবাচক বা ধ্রুব শক্তি। যক্ষপুরীর সমস্যার মোকাবিলা ও তার থেকে উত্তরণ যদি নাটকের লক্ষ্য হয়, তবে রঞ্জনকেই কি এই নাটকে বেশি দেখা যাওয়া স্বাভাবিক ছিল না? অথচ প্রায় গোটা নাটক জুড়েই তাকে দেখা যায় না এবং একেবারে শেষের দিকে দেখা যায় তার মৃতদেহ। এ কি নাটকের পরিকল্পনার কোনও অসংগতি বলে তোমার মনে হয়?

অথবা

৪। 'রক্তকরবী' নাটকে অধ্যাপক চরিত্রটিকে দেখি রাজার শিক্ষক হিসেবে। সর্দারদের আস্থাভাজন সে; ভয়ও করে তাদের। আবার নাটকের শেষে সে দৌড়ে আসে সর্দারের বিরুদ্ধে নন্দিনীর লড়াইতে যোগ দিতে। এই পরিবর্তন কি নাটকের যুক্তি মেনে হয় বলে তোমার মনে হয়?